ইবি শিক্ষক সাদিয়ার খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কুষ্টিয়ায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল ১০টায় শহরের মজমপুর গেট এলাকায় নিহতের স্বজনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচি চলাকালে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ শেষে বিক্ষোভকারীরা মিছিল নিয়ে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন। পরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি শেষ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন নিহতের স্বামী ইমতিয়াজ সুলতান ও তার বড় মেয়ে তাইবা। তারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

গত ৪ মার্চ বিকেলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের নিজ কার্যালয়ে খুন হন শিক্ষক আসমা সাদিয়া রুনা। সে সময় ওই কক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী ফজলুর রহমানকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আসমা সাদিয়া রুনাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফজলুর রহমান বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে রয়েছেন। তবে মামলার অন্য তিন আসামি সমাজকল্যাণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্যাম সুন্দর সরকার, সহকারী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এবং সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ কুমার

বিশ্বাস এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আসছেন নিহতের সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা।

এদিকে বিক্ষোভের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়কে আটকে থাকে যাত্রীবাহী বাস, অ্যাম্বুলেন্সসহ বিভিন্ন যানবাহন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোগান্তিতে পড়া যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করলে একপর্যায়ে তাদের সঙ্গে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও হট্টগোলের ঘটনা ঘটে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, শিক্ষক রুনা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষ বলছেন, ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন থাকলেও সড়ক অবরোধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা উচিত নয়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

পরবর্তীতে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনের ফটকে অবস্থান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নের দাবিতে মানববন্ধন

কুষ্টিয়ায় রেলওয়ে স্টেশনে জনভোগান্তি নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

‘আন্তরিক কুষ্টিয়া’র ব্যানারে ব্যাবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তি-সহ কুষ্টিয়ার সবস্তরের মানুষ এই মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই রেল স্টেশনের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। এজন্য দ্রুত সময়ের মধো স্টেশন সম্প্রসারণ ও প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা এখন সময়ের দাবি। বর্তমানে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোর মোট ১২টি বগির সবগুলোর উচ্চতা বেশি। সামনে ও পিছনে তিনটি করে বগি প্লাটফর্ম থেকে বাইরে দাঁড়ানোর কারণে যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

তারা বলেন, ট্রেনের বগি প্রায় ৬ ফুট উচ্চতা থেকে নিচে নামতে যাত্রীদের জীবন ও নিরাপত্তা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, কখনো আবার দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ করা সেবাসমূহের কোনোটিই কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনে নেই।

মানববন্ধন শেষে বর্তমান কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনের দৈর্ঘ বর্ধিতকরণ ও সংস্কারের জন্য কুষ্টিয়াবাসীর পক্ষে ‘আন্তরিক কুষ্টিয়া’র প্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক তৌহিদ বিন হাসান বলেন, ‘দুর্ভোগের বিষয়টি আমি শুনেছি। আমাদের কাজই জনদুর্ভোগ লাঘব করা। তবে যেহেতু আমি নতুন তাই একটু সময় দেওয়া লাগবে। দ্রুতই আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেব।’

আয়োজকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নিচু থাকায় যাত্রীদের উঠানামায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীদের জন্য বিষয়টি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাদের দাবি, যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন ও দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত প্ল্যাটফর্ম উঁচুকরণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি লাঘবে এ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি আত্মহত্যা

পারিবারিক কলহ ও বেকার জীবন-যাপনে মানষিক চাপে গলায় ফাঁস দিয়ে আটাশ বছর বয়সি যুবক মোবারক হোসেন আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোমরদহ স্কুলপাড়া গ্রামে।

নিহত মোবারক হোসেন ওই গ্রামের কৃষক আক্কাছ আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিহত যুবক বতর্মানে বেকার জীবন-যাপন করছিল, এর আগে বেশ কয়েকবার প্রবাসে যাওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েন মোবারক হোসেন। তারই ধারাবাহিকতায় সাংসারিক বিষয় ও প্রবাসে যাওয়া নিয়ে আবারও পরিবারের লোকজনের সাথে কথা চলছিলো। তবে কোন ঝগড়া বিবাদ ছাড়াই শুক্রবার সকালে সবার অজান্তেই সে তার বসত ঘরের আড়ার সাথে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্ম হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরে পাশের বাড়ির লোকজন ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিকিৎসার জন্য তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

সেখানে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. তাসমেরী খাতুন মোবারক হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

ঝিনাইদহে অপরাধীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অর্তকিত হামলার প্রতিবাদ ও অপরাধীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারী) দুপুরে উপজেলার বিষ্ণুদিয়া গ্রামে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে শতাধিক নারী-পুরুষসহ গ্রামবাসী অংশ নেয়। এসময় তারা অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান।

মানববন্ধনে ইবি ছাত্রদলের সাবেক নেতা মোক্তার হোসেন, আহত যদিয়ার মেম্বারের বড়ভাই মশিয়ার রহমান, জাহিদুলের মা রিজিয়া খাতুন, আহম্মদের মেয়ে আকলিমা খাতুন, সোহেলের ভাবি উর্মি খাতুনসহ আহতের পরিবারের লোকজন বক্তব্য রাখেন। বক্তারা, হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানান।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাহিদ চৌধুরী ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেনের মধ্যে সামাজিক বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে গত ১৯ জানুয়ারী সকালে আবু জাহিদ চৌধুরীর সমর্থকরা আবুল হোসেনের সমর্থকদো উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এসময় আবুল হোসেনের সমর্থক জাহিদ, ফদিয়ার মেম্বার, আহম্মদ ও সোহেলসহ বেশ কয়েকজন গুরুত্বর আহত হয়। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বর্তমানে তাদেও অবস্থা আশঙ্কা জনক।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে

বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল

সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

আলমডাঙ্গায় নির্মাণ কাজ বন্ধের দাবিতে বৃদ্ধার সংবাদ সম্মেলন

আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ও আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাজ বন্ধের দাবীতে আলমডাঙ্গায় সাস্তরী খাতুন নামের এক বৃদ্ধা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল সোমবার তিনি সাংবাদিকদের কাছে উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি উল্লেখ করেন, আলমডাঙ্গার ৭১ নং কামালপুর মৌজায় সিএস ২০৯ ও আরএস ৪১ খতিয়ানের হাল ৭৬৩ দাগে তিনি ওয়ারেস সূত্র ৩৭ শতক জমি প্রাপ্ত হন। সাবেক ৬৭৫ দাগে ৭২ শতক জমির স্থলে আরএস ৭৬১ দাগ হওয়ায় সত্ত্বেও উক্ত ৭৬১ দাগটি রেকর্ডভুক্ত না হয়ে ভুলক্রমে ৭৮৬ দাগে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়। ভুল রেকর্ডের মাধ্যমে আহম্মদ আলী গং উক্ত জমি খারিজ করে নেন। যে কারণে তিনি আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি এখনও চলমান রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও উল্লেখ করেন, উক্ত জমি আহম্মদ আলী গং বিক্রির জন্য আব্দুল হাই-এর নিকট বায়নামা করেন। বায়নাকারী আব্দুল

হাই মামলা চলমান জমি বায়না করেই নির্মাণ কাজ শুরু করলে তিনি আদালতের শরনাপন্ন হন। আদালত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে উভয়পক্ষকে নালিশী জমিতে না যাওয়া ও কোনো কার্যক্রম না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আব্দুল হাই উল্লেখিত জমিতে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন। ভুক্তভোগী বৃদ্ধা সাস্তরী খাতুন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ও আদালতের আদেশ পালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবি জানান।

ঝিনাইদহে সাবা হত্যার বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহ শহরতলীর পবহাটি এলাকায় শিশু সাইমা আক্তার সাবা হত্যার বিচারের দাবিতে লাশ নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের পবহাটি ঈদগাহ এলাকায় অবরোধ করেন নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী।

দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত তারা সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন করেন। পরে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরা ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের বিচারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তারা।

এদিকে, সড়ক অবরোধের কারণে দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি পড়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সড়কে চলাচলকারীরা।

গতকাল বুধবার সকালে ঝিনাইদহ শহরতলীর পবহাটি এলাকার ভ্যানচালক সাইদুল ইসলামের চার বছরের কন্যা সাইমা আক্তার সাবা নিখোঁজ হয়। পরে রাত ৯টার দিকে প্রতিবেশী সান্তনা খাতুনের ঘর থেকে শিশুটির গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগরে শিক্ষকদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে স্মারকলিপি প্রদান

১০ম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আপাতত ১১তম গ্রেড প্রদান, উচ্চতর গ্রেড সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা প্রদানসহ তিন দফা দাবিতে সারাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে “কমপ্লিট শাটডাউন” বা “তালাবদ্ধ কর্মসূচি” চলছে।

তারই অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বরাবর প্রদান করেন।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ সাময়িক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি

১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে অর্ধ-দিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখা। সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ৪ ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করেন আন্দোলনকারীরা।

সেসময় ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টে কর্মরত ও অধ্যয়ণরত শিক্ষার্থীরা কর্মবিরতিতে অংশ নেন। সেসময় ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি রেজাউল আলম, সহ-সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, প্রবীর কুমার কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা বেতন বৈষম্যের শিকার। অন্য ডিপ্লোমাধারীরা ১০ম গ্রেড পেলেও তাদের দাবী মানা হচ্ছে না। তাই দ্রুত তাদের দাবী মেনে নেওয়ার আহবান জানান তারা। আজকের মধ্যে তাদের দাবী মানা না হলে আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করবেন বলে হুশিয়ারি দেন তারা।

এদিকে কর্মবিরতির কারণে ভোগান্তিতে পড়ে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীরা। সকাল থেকেই ফার্মেসী ও প্যাথলজির সামনে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে তাদের।

মেহেরপুরে সার বিক্রি নীতিমালা সংশোধনের দাবিতে খুচরা সার ডিলারদের মানববন্ধন

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল রাখা, টিও লাইসেন্স চালু রাখা এবং সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা।

রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি শেষে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। সভাপতিত্বের বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা কি কখনো বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা কি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশে কিছু যদি সচল না থাকে কোন কিছুই সচ্ছল থাকবে না। আপনার এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এত বড় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কোন সরকার নিয়েছে বলে আমার জানা নাই। কারণ এই লাইসেন্স নিয়ে যারা ব্যবসা করেছে মেহেরপুরবাসী জানে এই খুচরা ডিলার, কার্ড ধারী ডিলার এটা কত বড় লাঞ্ছিত এই বিসিআইসি ডিলারদের কাছ থেকে । দুর্নীতি যদি করে থাকে সিন্ডিকেট যদি করে থাকে তারা করেছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ অবিলম্বে সংশোধন করুন। এই নীতিমালা বহাল থাকলে সারা দেশের ৪৫ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা পরিবার এবং তাদের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার কর্মচারীর পরিবারের সন্তানেরা পথে বসবে। যারা সিন্ডিকেট করেছে, কেবল তাদেরই শাস্তি দিন। নীতিমালা সংশোধন না হলে কৃষক ও আমাদের পরিবারকে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক হুসাইন এরশাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল করিম, গাংনী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মাসুদ রানা, ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি বিপ্লব হোসেন, কলিমুদ্দিনসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত শত শত খুচরা সার বিক্রেতা ও নেতৃবৃন্দ।